গণশক্তি আমরা নিরপেক্ষ নই, মেহনতী মানুষের পক্ষে

কান্তি গাঙ্গুলি

বাধা ভাঙার লড়াইয়ে প্রতিবন্ধীরা

অনেক রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও কার্যকর হচ্ছে না নতুন প্রতিবন্ধী অধিকার আইন-২০১৬। এই আইন কার্যকর করার দাবিতে আজ ৩ ডিসেম্বর প্রতিবন্ধীদের রাজ্য সমাবেশ। এই সমাবেশের পরিপ্রেক্ষিত এবং আগামী দিনের আন্দোলন নিয়ে লেখা এই নিবন্ধ।

সারা বিশ্বের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮১ সালটিকে 'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ' হিসাবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২০১৮ সালের বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের মূল থিমটি ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। থিমটি হলো – "সাম্য ও সমতাময় একীভূত সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও সশক্তিকরণ"।

প্রতিবন্ধী, প্রতিস্পর্ধী, ডিফারেন্টলিএবল, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড–যে নামেই অবিহিত করা হোক না কেন আসল কথা হচ্ছে, প্রতিবন্ধকতা শব্দটির মধ্যে যে বন্ধন আছে সেই বন্ধনকে সরাতে হবে। প্রতিবন্ধকতার সোশ্যাল মডেল অথবা ইউ এন সি আর পি ডি-২০০৬, সর্বত্রই বলা হচ্ছে যে, সক্ষম মানুষদের এই সমাজে প্রতিবন্ধীদের চলাচল, সামাজিক যোগাযোগ এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজনির্মিত বাধার প্রাচীরগুলোকে সরাতে পারলেই ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা তুলনামূলকভাবে অনেক কমে আসবে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট কোনও আইন ছিল না। আমরাই প্রথম সংগঠন ১৯৯০ সালে কলকাতায় এই বিষয়ে জাতীয় কনভেনশন সংগঠিত করেছি। প্রয়াত সাধন গুপ্ত, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জরী গুপ্ত, আবদুল বারি প্রমুখের নেতৃত্বে এই জাতীয় কনভেনশনে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক জাতীয় নীতির খসড়া গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী সময় ১৯৯৫ সালে সংসদে গৃহীত হলো প্রতিবন্ধী আইন (সমানাধিকার, সমান সুযোগ এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ)-১৯৯৫। ২০১৫, ২০১৬ সালেও নতুন আইনের দাবিতে আমরা দিল্লিতে সংসদ অভিযান করেছি এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হলো নতুন প্রতিবন্ধী অধিকার আইন-২০১৬। এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে ২ বছরের মধ্যে সমস্ত রাজ্যে এই আইনের রুলস রেগুলেশন কার্যকর করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যেই এই আইনের রুলস রেগুলেশন গঠন করা হয়নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর, সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন (আর পি ডি অ্যাক্ট ২০১৬), পরবর্তীতে মাননীয় রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়। ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর আইনটি বলবৎ হয় দেশজুড়ে। এই আইনে মোট ২১ ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধী অধিকার আইন ২০১৬-র রুলস রেগুলেশন গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে রাজ্য সরকার এককথায় উদাসীন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবি-দাওয়া, শিক্ষা-পুনর্বাসন, নাগরিক অধিকারসহ জীবনযাপনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গত দুবছর ধরে ধারাবাহিকভাবে আমরা জেলাশাসক, এস ডি ও, বি ডি নির্দেশিকা আমাদের রাজ্যে কার্যকর হচ্ছে না। ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির প্রশ্নে সরকারের কোনোরকম সদিচ্ছাই নেই।

বাধাহীন পরিবেশ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী অধিকার আইন ২০১৬-র কোনও নির্দেশিকাই সরকার মানছে না। সরকার বিষয়টি সম্পর্কে আদৌ সচেতন কিনা সেই প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে। জেলায় জেলায় স্পেশাল কোর্ট তৈরি করা সহ নারী-শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। সব থেকে খারাপ অবস্থা আমাদের রাজ্যে প্রতিবন্ধী নারীদের। গত ৭ বছরে প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, হেমতাবাদ থেকে দক্ষিণবঙ্গের শ্রীরামপুর, রানাঘাট – প্রতিবন্ধী নারীরাই এক্ষেত্রে সফ্‌ট টার্গেট। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে গত ৮ নভেম্বর, হাওড়ার শ্যামপুরে। তৃতীয় শ্রেণির মূক ও বধির ছাত্রীকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। আমরা সাধ্যমতো এইসব আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি। একটি ক্ষেত্রেও কাস্টডি ট্রায়াল হচ্ছে না। ভার্মা কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক সি আর পি সি-র নতুন ধারায় পুলিশি তদন্ত হচ্ছে না। সমাজের সব থেকে প্রান্তিক, দীন হতে দীন এই সমস্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষার প্রশ্নে মিডিয়াশোভিত বুদ্ধিজীবীকুলও নীরব। সমাজের মধ্যে কোনও আলোড়ন নেই। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেস্ট, রাজ্য সরকারের নিত্যনতুন বিভিন্ন ধরনের উৎসবের

এমনিতেই ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি। এরপর ৭ এবং ১১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১টি বিভাগ হওয়াতে শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ সাবলীল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বিশেষ জরুরি। কটা জেলা অথবা মহকুমা হাসপাতালে বাধাহীন পরিবেশ আছে সেটা সকলেই জানেন। অন্যদিকে প্রতিবন্ধকতার অভিন্ন পরিচয়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত ডেটাবেস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠায়নি।

ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বিশেষ জরুরি। কটা জেলা অথবা মহকুমা হাসপাতালে বাধাহীন পরিবেশ আছে সেটা সকলেই জানেন। অন্যদিকে প্রতিবন্ধকতার অভিন্ন পরিচয়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আজ পর্যন্ত ডেটাবেস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠায়নি। স্বাবলম্বন ওয়েবসাইটে অনলাইনে ফরম ফিলাপ করেই আমাদের রাজ্যের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আর এই বিষয়ে অগ্রসর হতে পারছেন না। আগামীদিনে এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পরিবহণ, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, আইন, পৌরনগরোন্নয়ন, পঞ্চায়েত-গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, শ্রমসহ বিভিন্ন দপ্তরে আলাদা করে ডেপুটেশন প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। আমরা দাবি করছি, প্রতিবন্ধী ভাতাকে মানবিক ভাতা বলে প্রকল্প ঘোষণা করার পর ন্যূনতম ৫০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাকে মাপকাঠি না ধরে প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাকে মানবিক ভাতা পাবার মাপকাঠি করতে হবে।

প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ে আমাদের রাজ্যের প্রধান হয় উদাসীন, নয়তো সচেতন নন। অথচ একদা তিনিই একজন মূক-বধির নারীকে রাইটার্স বিল্ডিং-এ নিয়ে গিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর রাস্তা আটকে মিডিয়ার হাততালি কুড়িয়েছিলেন। ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে আজ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে, অথচ নারী নির্যাতনসহ প্রতিবন্ধীদের নতুন আইন কার্যকর করার বিষয়ে তাঁকে চিঠি দিলে তিনি প্রাপ্তি স্বীকারের উত্তরটুকুও দেন না। কিন্তু আমরা আমাদের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকব। এ বছর প্রতিবন্ধী দিবসে ৩রা ডিসেম্বর রানি রাসমণি রোডে সমাবেশের পর মিছিল করে আমরা উপস্থিত হব রাজ্য প্রতিবন্ধী কমিশনারের দপ্তরের সন্নিকটে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, রাজ্য প্রতিবন্ধী কমিশনারের কাছে আমরা নতুন প্রতিবন্ধী অধিকার আইন কার্যকর করার বিষয়ে দাবি জানাবো।

যে দাবিগুলি নিয়ে আমরা লড়াই করছি সেগুলি হলো :

● প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক উচ্চশিক্ষায় ৫ শতাংশ ও সরকারি চাকরিতে ৪ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করতে হবে। ● প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক সমস্ত দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ এবং ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত বরাদ্দ করতে হবে। ● প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক প্রতিটি জেলায় স্পেশাল কোর্ট গঠন করতে হবে। ● ব্লকে ব্লকে ক্যাম্প করে প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ● আইন মোতাবেক ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতার উর্ধ্বে সমস্ত প্রতিবন্ধীদের মানবিক ভাতা প্রদান করতে হবে। ● সরকারি বিধি মোতাবেক ২১টি বিভাগের প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র প্রদানের জন্য মেডিক্যাল বোর্ড পুনর্গঠন করতে হবে। ● প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে

ও, পঞ্চায়েতস্তরে দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ডেপুটেশন দিয়েছি, ধরনা-অবস্থান কর্মসূচি সংগঠিত করেছি। কোরপান শা হত্যাকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যখনই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আমরা ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছি এবং দু-দুবার আইন অমান্য কর্মসূচি সংগঠিত করেছি কলকাতার রাজপথে এবং জেলা সদরে। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে রানি রাসমণি রোডের দশ সহস্রাধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাবেশ থেকে নতুন প্রতিবন্ধী আইন কার্যকর করার দাবিতে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধিত্বমূলক আলোচনা করতে চেয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী সময় দেননি। গত বছর পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জিকে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের দাবি সনদ গ্রহণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী অধিকার আইন তথা আমাদের রাজ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। প্রতিবন্ধী অধিকার আইন-২০১৬ মোতাবেক উচ্চশিক্ষায় ৫ শতাংশ সংরক্ষণ এবং চাকরির ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ সংরক্ষণের বিষয়ে আজ পর্যন্ত সরকার বিধি প্রণয়ন করেনি। গত ৭ বছরের কার্যকালে রাজ্যে একটাও স্পেশাল স্কুল হয়নি, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা অবসর নিলেও সেই পদে একজনকেও নিয়োগ করা হয়নি। সমস্ত দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ এবং ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত বরাদ্দের

রোশনাই, মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত দুর্গাপূজার থিম, সিনেমা-টেলিভিশনের তারকাদের শো-বিজনেস – পশ্চিমবাংলার মেধা-মননশীলতা, সৃষ্টিশীল মানবিক আবেগ – এইসব অহংকার আজ যেন অতীত।

দীর্ঘ টানাপোড়েন, লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অবশেষে রাজ্য সরকার নতুন প্রতিবন্ধী অধিকার আইন-২০১৬ মোতাবেক প্রতিবন্ধকতার পরিচয়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল বোর্ড পুনর্গঠন বিষয়ে নির্দেশনামা জারি করেছে। ২১টি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ কোথায় পাওয়া যাবে তা অবশ্য আমরা জানি না। অটিজম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হবে অথবা জেলায় জেলায় লার্নিং ডিসএবিলিটির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কেও অনেকেই সন্দিহান। সর্বোপরি, মহকুমা ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেলা হাসপাতালেই মেডিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করা হবে। আমরা দাবি করছি, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্য মিশ্র'র সময়ে গৃহীত সরকারি নির্দেশনামা অনুযায়ী ব্লকে ব্লকে ক্যাম্প করে প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনিতেই ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি। এরপর ৭ এবং ১১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১টি বিভাগ হওয়াতে শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ সাবলীল

জন্য মেডিক্যাল বোর্ড পুনর্গঠন করতে হবে। ● প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে 'কাস্টডি ট্রায়াল' করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। ● দক্ষতা বৃদ্ধি তথা কারিগরি শিক্ষায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। ● আইন মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং চলাচলের জায়গাকে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবেশগম্য করে গড়ে তুলতে হবে। ● শিক্ষাক্ষেত্রে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ● আইন মোতাবেক শিশু ও নারী প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধাপে ধাপে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। জানুয়ারি মাসে সংগঠিত হবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আর মার্চ মাসে সমস্ত জেলায় জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে প্রতিবন্ধী অধিকার আইন কার্যকর করার দাবিতে সারা রাজ্যে প্রায় কুড়ি হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আইন ভাঙো এবং জেল ভরো কর্মসূচিতে শামিল হবেন।

তাই দলমত নির্বিশেষে শিল্পী-স্রষ্টা-সমাজকর্মীদের সঙ্গে এই কর্মসূচিকে শক্তিশালী প্রতিবাদের রূপ দিতে আপনিও আসুন। কেননা, আমরা বিশ্বাস করি – সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের হৃদয়ের উত্তাপ নিয়েই সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যেতে সক্ষম হব।